



285352 - উৎপীড়ন সংস্কৃতি সম্পর্কে কচ্ছু কথা

প্রশ্ন

উৎপীড়নের বিভিন্ন প্রকারেরে হুকুম উল্লেখ, উৎপীড়নকারীর ব্যাপারে কঠোর হুমকি এবং উৎপীড়কদের লক্ষ্য করে কচ্ছু কথা আশা করচ্ছ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উৎপীড়ন সংস্কৃতি: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ পুনরাবৃত্তমূলক মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণ, যা সাধারণত ছলে বা ময়ে তার সমবয়সী বা তার চয়ে কমবয়সীদের সাথে চর্চা করে থাকে। আক্রমণকারী তার শক্তি বা সঙ্গদের উপর নির্ভর করে; অপরদিকে উৎপীড়িতেরে দুর্বলতা বা একাকিত্বেরে সুযোগকে ব্যবহার করে।

দুঃখের সাথে বলতে হয় এই সংস্কৃতি স্কুলগুলোতে, আবাসিক এলাকায় বসিতার লাভ করচ্ছ। সাধারণতঃ এটি উৎপীড়িতেরে শারীরিক ও মানসিক ব্যাপক ক্ষতি করে। কখনও কখনও এর কুপ্রভাব উৎপীড়িতকে আত্মহত্যা করতেও প্ররোচিত করে; যদি তার ব্যাপারে কথিবা তার দনৈন্দনি ভোগান্তির ব্যাপারে কটে সচতেন না হয়।

এই সামাজিক সমস্যা নরিসনে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর এই সংস্কৃতিকে ঘরিরে যে পক্ষগুলো রয়চ্ছ তাদেরে সকলেরে অংশগ্রহণ আবশ্যিক। বিশেষতঃ

উৎপীড়কেরে পরিবার:

যে পরিবারেরে সদস্য এমন কোন সংস্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদেরে উচিত উৎপীড়কেরে পরিবারেরে সাথে যোগাযোগ করা। তাদেরকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করয়িরে দেয়, তাদেরকে নিজ সন্তানদেরে প্রতি যত্নশীল হতে বলা এবং সন্তানদেরকে খারাপ চরিত্র থেকে বাঁচয়িরে রাখতে অনুরোধ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদেরে ও নিজদেরে পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। যে আগুনরে ইন্ধন হচ্ছ- মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্ব নেয়িরে জতি আছে নরিন্দয় ও কঠোর ফরেশেতার। তারা আল্লাহর নরিন্দশে অমান্য করে না এবং যা করার নরিন্দশে পায় তাই করে।” [সূরা আল-তাহরীম, আয়াত: ৬]



শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আশ-শানক্বতি (রহঃ) বলেন:

ব্যক্তির উপর আবশ্যিক তার পরিবারকে তথা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সৎকাজের আদর্শে দায়িত্ব দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নষিধে করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নজিদেরকে ও নজিদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [আল-হাদিসি] [আয-ওয়াউল বায়ান (২/২০৯) থেকে সমাপ্ত]

সন্তানদের ব্যাপারে তাদের অবহেলার কারণে তাদেরকে আখরিতে শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা। কেননা এই অবহেলা ও এই সীমালঙ্ঘন মনে নয়ো এটি সন্তানদের প্রতাপিলনে ধোকাবাজি।

হাসান থেকে বর্ণিত আছে যে, উবাইদুল্লাহ বনি যয়িদ মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত মা'কলি বনি ইয়াসার (রাঃ) কে দেখতে গেলেন। তখন মা'কলি (রাঃ) বললেন: আমি তোমাকে একটি হাদিস বর্ণনা করছি যে হাদিসটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: “আল্লাহ কোন বান্দার উপর কোন কওমের দায়িত্ব অর্পণ করলে সে বান্দা যদি তাদের কল্যাণ সাধন না করে তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতের ঘরণ পাবে না।” [সহিহ বুখারী (৭১৫০) ও সহিহ মুসলিম (১৪২)]

অনুরূপভাবে সন্তানদেরকে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত না-রাখার খারাপ পরিণতির ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করা। কারণ কর্মফল কর্মশ্রমণীয়; শরয়িতরে অনেকে দলিল ও অভিজ্ঞতা তা প্রমাণ করে।

সকল পতিমাতার কর্তব্য হলো সন্তানদের মাঝে দ্বীনি চিন্তনা মজবুত করা, তাদেরকে সঠিক আকদির দীক্ষা দেওয়া। সহনশীলতা, অপরকে সম্মান করা, শষিটাচার, অন্যদেরকে ভালোবাসা, অন্যদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, পারস্পারিক সহযোগিতা ইত্যাদি উত্তম আখলাকরে প্রশিক্ষণের উপর তাদেরকে বড় করা।

উৎপীড়িতের পরিবারের:

শশির পতিমাতার কর্তব্য তাদের সন্তানদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। তাদেরকি না করে এভাবে ফলে না-রাখা; এই যুক্তিতে যে, সে যনে নজিরে সমস্যা নজিরে নরিসন করত শখি এবং অন্যদের জন্য বোঝা না হয়।

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করা হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরণে ও স্বামীর সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। তাকে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ



করা হবে। ক্রীতদাস তার মালকিরে সম্পদরে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওহে তোমরা শুনো রাখা! সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [সহি বুখারী (৮৫৩) ও সহি মুসলিম (১৮২৯)]

বশিষেতঃ নপীড়নরে শকির শ্রণীর অনেকে চুপচাপ অন্নতমুখী প্রকৃতির। তারা তাদের মনের কথা বলতে চায় না। তাই পতিমাতার কর্তব্য তার নবীড় সম্পর্ক গড়ে তোলা যা পত্নিত্বের সম্পর্ককে পরেয়ে বন্ধুর সম্পর্ককে গিয়ে পটৌছবে; যাত করে সে তাদের কাছে স্বস্তী অনুভব করে এবং তার মনের কথা তাদের কাছে খুলে বলতে সাহস পায়। অনুরূপভাবে পতিমাতার কর্তব্য সময়ে সময়ে সন্তানদের স্কুল ভজিটি করা, তার সম্পর্ককে খেঁজখবর নয়ো। অনুরূপভাবে আরকেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সন্তানরে জন্য সৎ বন্ধু নরিবাচন করে দয়ো এবং সময়ে সময়ে তাদেরকে বাসায় মহেমানদারিকিরার অনুমতি দয়ো; যাত করে সে বধৈ খলোধুলা কথিবা উপকারী অভ্যাসগুলো চর্চা করতে পারে কথিবা স্কুলরে হোম ওয়ার্কগুলো একত্রে সম্পাদন করতে পারে। এটি একদিকে শশুকে বহরিমুখী করে তুলবে; অপরদিকে তাদের সাথে একতা গড়ে তোলার মাধ্যমে সে উৎপীড়কদেরে নরিযাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

অনুরূপভাবে সন্তানদেরকে আত্মরক্ষামূলক ব্যায়ামরে প্রশিক্ষণ দয়ো বাঞ্ছনীয়। এটি তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াবে। তাদেরকে উৎপীড়ক ছলেদেরে থেকে দূরে রাখবে। এর সাথে সন্তানদেরে কাছে সরবদা এটি নিশ্চিতি করতে হবে যে, এই ব্যায়াম অন্যদেরে উপর আক্রমণ করা ও নরিযাতন করার জন্য নয়; বরং শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি বাড়ানোর জন্য এবং প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষা করার জন্য।

অনুরূপভাবে মসজিদরে ইমাম, খতীব ও স্যাটলোইট চ্যানলেগুলোর সাথেও যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় এবং এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য তাদেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাত করে তারা কথা বা কাজ দিয়ে মানুষকে নরিযাতন করা থেকে সতর্ক করে। যে ব্যক্তি এমন কাজে লিপ্ত হবে সে ব্যক্তি দুনিয়াতে শাস্তি পাওয়ার সাথে সাথে আখরিতে শাস্তি পাবে এ বিষয়ে সাবধান করা।

একই প্রতিষ্ঠানের বা মহল্লার অন্যান্য শশির অভিবাকগণ:

তাদের সাথেও যোগাযোগ রাখা ভাল এবং তাদেরকে সমস্যার ভয়াবহতার ব্যাপারে অবহতি করা। তাদেরকে উপদশে দয়ো যাত করে তারা তাদের শশিদরেকে মজলুমকে সাহায্য করা ও জালমিকে প্রতিরোধ করার প্রশিক্ষণরে উপর গড়ে তোলে। তাদের ভূমিকা যনে ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়। ইসলাম এ ধরণরে চরিত্রকে নাকচ করে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর; হোক সে জালমে কথিবা মজলুম। এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব; কিন্তু জালমে হলে আমি তাকে কথিবা সাহায্য করব; আপনি কি বলনে? তিনি বললনে: তাকে জুলুম করা থেকে আটকে রাখবে কথিবা



বলছেন বারণ করবো। এটাই তাকে সাহায্য করা।[সহি বুখারী (৬৯৫২)]

বারা বনি আযবি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নরিদশে দলিনে এবং সাতটি বিষয় থেকে নিষিধে করলেন। তিনি উল্লেখ করেন: রোগী দেখো, জানায়ার অনুসরণ করা, হাঁচরি উত্তর দয়ো, সালামরে জবাব দয়ো, মজলুমকে সাহায্য করা, দাওয়াতে সাড়া দয়ো এবং কসমকারীর কসম পূরণ করা।[সহি বুখারী (২৪৪৫) ও সহি মুসলমি (২০৬৬)]

অনুরূপভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ভালো। এই সমস্যাটি রোধ করা কংবা এর প্রকটপকে প্রশমতি করার মত চিন্তাধারা ও সমাধানগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।